ধ্বনিবিজ্ঞান ও আরবি ধ্বনিতত্ত্ব

(আরবি ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষার্থী এবং বিদগ্ধ পাঠকদের জন্য)

অধ্যাপক এ কিউ এম আবদুস শাকুর খন্দকার

Academia Publishing House Ltd.

Academia Publishing House Ltd.

ধ্বনিবিজ্ঞান ও আরবি ধ্বনিতত্ত্ব

লেখক: অধ্যাপক এ কিউ এম আবদুস শাকুর খন্দকার

গ্রন্থস্বত্ব ©
একাডেমিয়া পাবলিশিং হাউজ লিমিটেড-এপিএল

প্রকাশক
একাডেমিয়া পাবলিশিং হাউজ লিমিটেড (এপিএল)
একাডেমিয়া পাবলিশিং হাউজ লিমিটেড (এপিএল)
২৫৩/২৫৪, কনকর্ড এম্পোরিয়াম শপিং কমপ্লেক্স
কাঁটাবন, এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা- ১২০৫

প্রকাশকাল
ফাল্গুন ১৪২৮, ফেব্রুয়ারি ২০২২, রজব ১৪৪৩

মূল্য
৩০০.০০ টাকা

Contacts
253/254, Concord Emporium Shopping Complex
Kataban, Elephant Road, Dhaka-1205
Cell: 01832 96 92 80, 01923 48 91 65
E-mail: aplbooks2017@gmail.com

ISBN
978-984-35-1677-0

ধ্বনিবিজ্ঞান ও আরবি ধ্বনিতত্ত্ব

'ধ্বনিবিজ্ঞান ও আরবি ধ্বনিতত্ত্ব' গ্রন্থে সংকলিত প্রবন্ধগুলোর প্রথমবার প্রকাশের তথ্য : এ গ্রন্থের অধিকাংশ প্রবন্ধ ইতিপূর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন গবেষণাপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। নিচে এগুলোর প্রথম প্রকাশের তথ্য সন্নিবেশিত হলো :

১. আরবি ধ্বনিতত্ত্বের উদ্ভব ও বিকাশ, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট পত্রিকা, সংখ্যা ২১, জুন ২০০৫-২০০৮, পৃ. ৪১-৭২

২. আরবি ধ্বনির উচ্চারণস্থান, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট পত্রিকা, ২০০২-২০০৩ সংখ্যা, পৃ. ১৩৫-১৬০

৩. আরবি ধ্বনির প্রকৃতি ও উচ্চাণরীতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সংখ্যা ৮০, অক্টোবর ২০০৪, পৃ. ১-২১

৪. ধ্বনি, বাগধ্বনি ও ভাষা : মধ্যযুগীয় আরবদের ভাবনা, জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক রিসার্চ সেন্টার, সংখ্যা ১-২, জানুয়ারী-জুন ও জুলাই-ডিসেম্বর ২০১০, পৃ. ১৫১-১৫৪

৫. ধ্বনিবিজ্ঞানে ইবন সিনার অবদান, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট পত্রিকা, সংখ্যা ১৯, জুন ২০০৫-২০০৬, পৃ. ৯৩-১০২

৬. আরবি ভাষায় ইদগাম বা সন্ধি, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট পত্রিকা, সংখ্যা ২৪, অক্টোবর ২০১৩, পৃ. ১১১-১২৪

সূচিপত্র

১. প্রসঙ্গকথা xv

২. উপক্রমণিকা xvii

প্রথম অধ্যায়

ধ্বনিবিজ্ঞান ও ধ্বনিতত্ত্ব ২১

১.১ ভূমিকা ২১

১.২ পরিভাষাদ্বয়ের আরবি প্রতিশব্দ ২৩

১.৩ ধ্বনিবিজ্ঞানের প্রকারভেদ ২৪

১.৪ ধ্বনিবিজ্ঞানের চতুর্থ শাখা ২৫

১.৫ সাধারণ ধ্বনিবিজ্ঞান ও বিশেষ ধ্বনিবিজ্ঞান ২৬

১.৬ বক্তা থেকে শ্রোতা পর্যন্ত ধ্বনি পৌঁছার ৫টি ধাপ ২৬

১.৭ উচ্চারণমূলক ও শারীরবৃত্তীয় ধ্বনিবিজ্ঞান ২৭

১.৮ শ্রুতিমূলক ও ভৌতবৈশিষ্ট্যমূলক ধ্বনিবিজ্ঞান ২৮

১.৯ বর্ণনামূলক ও মাননির্ধারক ধ্বনিবিজ্ঞান ২৯

১.১০ সমকালীন ও বিবর্তনমূলক ধ্বনিবিজ্ঞান ৩০

১.১১ ধ্বনি বাগধ্বনি ও ভাষা ৩০

১.১২ এক নজরে ভাষা গবেষণার পূর্বকথা ৩১

১.১৩ আরবি ভাষাগবেষণা ও ব্যাকরণ ৩৩

১.১৪ মধ্যযুগীয় আরবদের ধ্বনিবিশ্লেষণ ৩৬

১.১৫ বিভিন্ন ব্যাকরণ-স্কুল ৩৮

১.১৬ স্বতন্ত্র ধ্বনিতাত্ত্বিক গ্রন্থ ৩৯

১.১৭ আরবি ও বাংলা ধ্বনি ৪১

দ্বিতীয় অধ্যায়
আরবি ধ্বনিতত্ত্বের উদ্ভব ও বিকাশ ৪৩
২.১ সারসংক্ষেপ ৪৩
২.২ সূচনা ও প্রস্তাবনা ৪৩
২.৩ প্রাচীন মিসরীয়, ভারতীয় ও গ্রিকদের ধ্বনিতত্ত্বচর্চা ৪৬
২.৪ আরবদের ধ্বনিতত্ত্বচর্চার কারণ ৪৮
২.৫ হযরত আলী ও আদ-দু'আলির উপলব্ধি ও উদ্ভাবন ৫৩
২.৬ আল-খলিলের সৃষ্টিকুশলতা, কৃচ্ছ্রসাধন ও অবদান ৫৪
২.৭ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈয়াকরণ সিবওয়াইহ ও তাঁর অমর কীর্তি আল-কিতাব ৫৭
২.৮ বসরা ও কুফা-স্কুলের শ্রেষ্ঠ ব্যাকরণবিদ, ভাষাবিজ্ঞানী ও ধ্বনিতাত্ত্বিক ৬৩
২.৯ ইলমুত তাজউইদ থেকে ধ্বনিতত্ত্বের উৎপত্তি ৬৫
২.১০ ইবন জিন্নি সর্বকালের সর্বশেষ্ঠ ভাষাবিজ্ঞানীদের একজন ৬৬
২.১১ ইলমুস-সওত ও ইলমুত-তাজউইদের ধারাবাহিক অগ্রগতি ৬৮
২.১২ ইলমুত-তাজউইদের বাচনিক ঐতিহ্য ৭১
২.১৩ উপসংহার ৭২
২.১৪ তথ্যসূত্র ও টীকা ৭২

তৃতীয় অধ্যায়
আরবি ধ্বনির উচ্চারণস্থান ৭৭
৩.১ সারসংক্ষেপ ৭৭
৩.২ উপক্রমণিকা ৭৭
৩.৩ শ্বসন বা শ্বাসক্রিয়া ৭৮
৩.৪ ধ্বনির উৎপাদন : বাগযন্ত্র ৭৯
৩.৫ বাকপ্রত্যঙ্গ : দাঁত, দন্তপাটি ও চোয়াল ৮০
৩.৬ বাকপ্রত্যঙ্গ : ঠোঁট, নাক ও জিহ্বা ৮২

৩.৭ তালু : শক্ত তালু, নরম তালু ৮৩
৩.৮ ফ্যারিংস বা গলবিল ৮৪
৩.৯ স্বরযন্ত্র ও স্বরতন্ত্রী ৮৪
৩.১০ আরবি ধ্বনি ও হরফ ৮৫
৩.১১ ধ্বনিমূলক বর্ণমালা ৮৬
৩.১২ বাংলা ও ইংরেজি বর্ণমালা ৮৭
৩.১৩ আরবি স্বরধ্বনি ৮৮
৩.১৪ তাজউইদবিদ্যা ও ধ্বনিবিজ্ঞান ৮৮
৩.১৫ আরবি ধ্বনির উচ্চারণস্থান ৮৯
৩.১৫.১ আল-জওফ (শূণ্যগহ্বর) ৯০
৩.১৫.২ আকসাল-হল্‌ক্‌ (পশ্চাৎগলনালি) ৯১
৩.১৫.৩ ওয়াসাতুল-হল্‌ক্‌ (মধ্যগলনালি) ৯৩
৩.১৫.৪ আদনাল-হল্‌ক্‌ (সম্মুখ গলনালি) ৯৪
৩.১৫.৫ আকসাল-লিসান (পশ্চাৎ জিহ্বামূল) ৯৪
৩.১৫.৬ আসফালুল-লিসান (জিহ্বার নিম্নাংশ) ৯৬
৩.১৫.৭ ওয়াসাতুল-লিসান বা ওয়াসাতুল-হানাক (মধ্যজিহ্বা বা মধ্যতালু) ৯৭
৩.১৫.৮ হাফ্‌ফাতুল-লিসান এবং আদরাস 'উলইয়া (জিহ্বার কিনারা এবং উপর পাটির পেষকদন্তসমূহ) ৯৯
৩.১৫.৯ জিহ্বার ডগা বা অগ্রভাগ এবং উপরপাটির সানায়া, রুবাইয়া ও আনইয়াব দাঁতের মাড়ির সংযোগস্থল ১০১
৩.১৫.১০ জিহ্বার অগ্রভাগ ও সানায়া উলইয়া বা মধ্যবাটালি (middle incisor) দাঁতের মাড়ি ১০২
৩.১৫.১১ জিহ্বার অগ্রভাগের পিঠ ও সানায়া 'উলইয়ার মাড়িসংলগ্ন সম্মুখতালু ১০৩

৩.১৫.১২ জিহ্বার ডগা বা অগ্রভাগ সানায়া 'উইলয়া বা উপরপাটির মধ্যবাটালি (middle incisor) দাঁত দু'টির গোড়া ১০৪
৩.১৫.১৩ জিহ্বার ডগা ও সানায়া সুফলা বা নিচের পাটির দাঁতের গোড়া বা তার অল্প উপরের সংযোগ ১০৫
৩.১৫.১৪ জিহ্বার ডগা ও সানায়া 'উইলয়া বা উপরপাটির মধ্যবাটালি দাঁতের অগ্রভাগের মিলনস্থল ১০৬
৩.১৫.১৫ সানায়া 'উইলয়া দাঁতের অগ্রভাগ এবং নিচের ঠোঁটের উপরিভাগের মধ্যাংশ ১০৭
৩.১৫.১৬ ওষ্ঠদ্বয় অর্থাৎ উপরের ও নিচের ঠোঁটের সংযোগস্থল ১০৮
৩.১৫.১৭ খাইশুম বা নাসিকামূল অর্থাৎ নাসারন্ধ্রের গোড়া ১০৯
৩.১৬ তথ্যনির্দেশ ১১০

চতুর্থ অধ্যায়
আরবি ধ্বনির প্রকৃতি ও উচ্চারণরীতি ১১৭
৪.১ সারসংক্ষেপ ১১৭
৪.২ উপক্রমণিকা ১১৭
৪.৩ বিষয়টির আরবি নাম ১১৯
৪.৪ প্রাথমিক আরব ভাষাতাত্ত্বিক ও ধ্বনিতাত্ত্বিকগণ ১২০
৪.৫ ইলমুল কিরাআহ, ইলমুত-তাজউইদ ও ইলমুস-সওত ১২১
৪.৬ ধ্বনিবিশ্লেষণে চিকিৎসাবিজ্ঞান ও চিত্রের ব্যবহার ১২২
৪.৭ মাখরাজ ও সিফাতের মধ্যে পার্থক্য ১২৩
৪.৮ আরবি ধ্বনির সিফাত বা উচ্চারণরীতি ১২৫
৪.৮.১ জাহর (আসওয়াত মাজহুরাহ) ১২৬
৪.৮.২ হামস (আসওয়াত মাহমুসাহ) ১২৬
৪.৮.৩ শিদ্দাহ (আসওয়াত শাদিদাহ) ১২৭
৪.৮.৪ রাখাওয়াহ (আসওয়াত রিখওয়াহ) ১২৮

৪.৮.৫ তাওয়াসসুত (আসওয়াত মুতাওয়াস্সিতাহ) ১২৮
৪.৮.৬ ইসতি'লা' (আসওয়াত মুসতা'লিয়াহ) ১২৯
৪.৮.৭ ইসতিফাল (আস্ওয়াত মুস্তাফিলাহ) ১৩০
৪.৮.৮ ইতবাক (আসওয়াত মুতবিকাহ) ১৩১
৪.৮.৯ ইনফিতাহ (আসওয়াত মুনফাতিহাহ) ১৩১
৪.৮.১০ ইযলাক (আসওয়াত মুযলিকাহ) ১৩২
৪.৮.১১ ইসমাত (আসওয়াত মুসমিতাহ) ১৩৩
৪.৮.১২ সফির (আসওয়াত সফির) ১৩৩
৪.৮.১৩ কলকলাহ (আসওয়াত কলকলাহ) ১৩৪
৪.৮.১৪ লিন (আসওয়াতুল্লিন) ১৩৫
৪.৮.১৫ ইনহিরাফ (আসওয়াত মুনহারিফাহ) ১৩৬
৪.৮.১৬ তকরির (সওত মুকাররর) ১৩৭
৪.৮.১৭ তাফাশ্শি (সওত তাফাশ্শি) ১৩৮
৪.৮.১৮ ইসতিতালাহ (সওত মুস্তাতিল) ১৩৮
৪.৯ উপসংহার ১৪১
৪.১০ তথ্যনির্দেশ ১৪১

পঞ্চম অধ্যায়
ধ্বনি, বাগধ্বনি ও ভাষা : মধ্যযুগীয় আরবদের ভাবনা ১৪৫
৫.১ সারসংক্ষেপ ১৪৫
৫.২ ধ্বনি ১৪৬
৫.৩ শব্দের সঞ্চালন ও উপলব্ধি ১৪৮
৫.৪ বাগধ্বনি ১৫০
৫.৫ বাগধ্বনি ও শীতকারধ্বনি ১৫১
৫.৬ সুরেলা শব্দ ও কোলাহল ১৫৩
৫.৭ ভাষা ১৫৫
৫.৮ ভাষার সংজ্ঞা ১৫৭
৫.৯ ভাষার উৎপত্তি ১৫৯

৫.১০ ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে আরবদের মত ১৬২
৫.১১ উপসংহার ১৬৮
৫.১২ তথ্যসূত্র ও টীকা ১৭০

ষষ্ঠ অধ্যায়
ধ্বনিবিজ্ঞানে ইবন সিনার অবদান ১৭৩
৬.১ সারসংক্ষেপ ১৭৩
৬.২ জন্ম ও শিক্ষাজীবন ১৭৩
৬.৩ কর্মজীবন ও গ্রন্থরচনা ১৭৪
৬.৪ একটি ধ্বনিতাত্ত্বিক পুস্তিকার আবিষ্কার ১৭৫
৬.৫ ভাষাগবেষণায় প্রবৃত্ত হবার নেপথ্যকাহিনি ১৭৬
৬.৬ আধুনিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি ১৭৭
৬.৭ সহায়কগ্রন্থ ‘কিতাবুশ-শিফা’ ১৭৮
৬.৮ আসবাবু হুদুসিল হুরুফ-এর আলোচ্য-বিষয় ১৭৯
৬.৯ ধ্বনির উৎস বস্তুর কম্পনের সৃষ্টি ১৮১
৬.১০ কম্পনের সঞ্চালন ১৮১
৬.১১ শ্রবণেন্দ্রিয়ে কম্পনের অনুভূতি ১৮২
৬.১২ উপসংহার ১৮৩
৬.১৩ তথ্যসূত্র ১৮৪

সপ্তম অধ্যায়
আরবি ভাষায় ইদগাম বা সন্ধি ১৮৭
৭.১ সারসংক্ষেপ ১৮৭
৭.২ অবতরণিকা ১৮৭
৭.৩ ইদগাম-এর সংজ্ঞা ১৮৯
৭.৪ ইদগামের কারণসমূহ ১৯১
৭.৫ ইদগামের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা ১৯২

৭.৬ ইদগামের প্রকৃতি ও প্রক্রিয়া ১৯২
৭.৭ নূন সাকিন ও তানউইনসংশ্লিষ্ট ইদগামের প্রকারভেদ ১৯৩
৭.৭.১ ইদগাম বিগুন্নাহ (গুন্নাহসহ ইদগাম) ১৯৪
৭.৭.২ ইদগাম বিগাইরিগুন্নাহ (গুন্নাহবিহীন ইদগাম) ১৯৪
৭.৮ ইদগামের সাধারণ শ্রেণিবিভাগ ১৯৫
৭.৮.১ ইদগাম কবীর (বৃহত্তর সন্ধি) ১৯৬
৭.৮.২ ইদগাম সগীর (ক্ষুদ্রতর ইদগাম) ১৯৭
৭.৮.২.১ ওয়াজিব ইদগাম ১৯৭
৭.৮.২.২ জা'ইয ইদগাম ১৯৮
৭.৮.২.৩ হুরুফ মুতাকারিবাহ-এর মধ্যে জা'ইয ইদগাম ১৯৮
৭.৮.২.৪ নিষিদ্ধ ইদগাম ১৯৯
৭.৯ নূন সাকিন ও তানউইনের বিধান ১৯৯
৭.১০ ইদগামের সীমাবদ্ধতা ২০০
৭.১০.১ আরবি হুরুফুল হালক বা কণ্ঠ্যধ্বনিগুলো ২০১
৭.১১. ইদগাম আকবর ও ইদগাম আসগর ২০১
৭.১২ উপসংহার ২০৩
৭.১৩ তথ্যনির্দেশ ও টীকা ২০৫

অষ্টম অধ্যায়
ভাষালিখনশিল্পঃ ধ্বনি ও বর্ণ ২০৯

৮.১ লিপির উৎপত্তি (প্রথম ধাপ) ২০৯
৮.২ লিখন শিল্পের দ্বিতীয় ধাপ ২১১
৮.৩ আরবি লিপির গোড়ার কথা ২১৪
৮.৪ লিপিশিল্পের তৃতীয় ধাপ ২১৫
৮.৫ শাস্ত্রীয় বা ধর্মীয় দৃষ্টিতে লিখনশিল্প ২১৬
৮.৬ লিখনশিল্প ও আল-কুরআন ২১৮

নবম অধ্যায়
আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা ২২১
৯.১ পটভূমি ২২১
৯.২ বানানতাত্ত্বিক বর্ণমালা ২২৪
৯.৩ ধ্বনিতাত্ত্বিক বর্ণমালার উদ্ভব ও বিকাশ ২২৫
৯.৪ আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা ও আরবি হরফ বা ধ্বনির প্রতিবর্ণায়ন ২২৮
৯.৪.১ আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা অনুসারে আরবি ব্যঞ্জনধ্বনির প্রতিবর্ণীকরণ ২২৮
৯.৪.২ আরবি স্বরধ্বনিসমূহ (হারাকাত) এবং আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা অনুসারে আরবি স্বরধ্বনির প্রতিবর্ণীকরণ ২৩০
৯.৫ বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় আরবি হরফের প্রতিবর্ণ ২৩০
৯.৫.১ আরবি ব্যঞ্জনবর্ণ ২৩০
৯.৫.২ আরবি স্বরধ্বনি/স্বরচিহ্ন (হারাকাত) ২৩১
৯.৬ তথ্যনির্দেশ ২৩২

প্রসঙ্গকথা

আরবি, বিশ্বের তৃতীয় মুসলিমপ্রধান দেশ বাংলাদেশের তৃতীয় জনপ্রিয় ভাষা। আরবি ভাষা বিগত প্রায় আটশত বছর যাবৎ এদেশের মানুষের ধর্মকর্ম, শিক্ষাদীক্ষা ও সংস্কৃতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরুতে মুসলিম বিজয়াভিযানের সঙ্গে এদেশে উলামা-মাশায়েখ, ইসলামি জ্ঞানবিজ্ঞান ও আরবি ভাষার আগমন ঘটে। ইখতিয়ারুদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজি কর্তৃক ১২০১ সালে নদিয়া বিজয়ের একশত বছরের মধ্যে বিহারসহ সমগ্র বাংলাদেশ মুসলমানদের দখলে আসে এবং দলে দলে সাধারণ মানুষ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে থাকে। অতঃপর স্বাধীন সুলতানি আমল ও মোঘল আমলে এদেশে অব্যাহতভাবে মুসলিম জনসংখ্যা, ইসলামি শিক্ষা ও আরবি ভাষাচর্চা বৃদ্ধি পেতে থাকে। বৃটিশ আমলে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা না পেলেও বেসরকারি পর্যায়ে এ ধারা অব্যাহত থাকে এবং দেওবন্দ, সাহারানপুর ও নদওয়া'র অনুসরণে বাংলাদেশে শত শত মাদরাসা বা ইসলামি শিক্ষাগার স্থাপিত হয়। তাছাড়া বৃটিশ সরকার মুসলিম যুবকদের কর্মমুখী শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও আনুগত্যের উদ্দেশ্যে ১৭৮০ সালে কলকাতায় বিখ্যাত আলিয়া মাদরাসা স্থাপন করে।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর আলিয়া মাদরাসার একটি অংশ ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। এদেশে ইসলামি শিক্ষা পরিচালনার জন্য এ মাদরাসাকে কেন্দ্র করে পাকিস্তান আমলে 'পূর্ব পাকিস্তান মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড' এবং পরে স্বাধীন বাংলাদেশে 'বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড' নামে একটি পৃথক শিক্ষা বোর্ড স্থাপিত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থার দু'টি ধারা প্রচলিত আছে। একটি মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীন হাজার হাজার সরকারি ও আধা-সরকারি মাদরাসা এবং অপরটি বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় দেশের হাজার হাজার কওমি মাদরাসা। উভয় ধারার প্রাথমিক স্তর থেকে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত আরবি ভাষা ও সাহিত্য, আল-কুরআন এবং আরবি ভাষায় রচিত তফসির, হাদিস, ফিক্‌হ, ধর্মতত্ত্ব, আকাইদ, আরবি ব্যাকরণ, তাজউইদ প্রভৃতি বিষয়ের পাঠদান করা হয়। সাধারণ শিক্ষার মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক স্তরের ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে আরবি ভাষা ও ইসলামিয়াত পড়ানো হয়ে থাকে।

অনুরূপভাবে বাংলাদেশের দরসে নেজামি বা কওমি এবং ওল্ডস্কীম বা আলিয়া পদ্ধতির মাদরাসাসমূহের আরবি ধ্বনিতত্ত্বের অংশ ইলমুত তাজউইদ (বিশুদ্ধভাবে কুরআন পাঠবিদ্যা) পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু বিস্ময়কর হলেও সত্য যে, আমাদের দেশে আজ পর্যন্ত বাংলায় আরবি ধ্বনিতত্ত্ববিষয়ক কোনো স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হয়নি। তাজউইদবিষয়ক যেসব ক্ষুদ্র পুস্তিকা রয়েছে সেগুলোর অধিকাংশই আরবি, ফারসি ও উর্দু ভাষায় রচিত। এগুলো থেকে খুব সীমিতভাবে কুরআন পাঠের বিধিবিধান ছাড়া সাধারণ আরবি ভাষা সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। এজন্যই দেখা যায়, একজন দক্ষ হাফেজ বা ক্বারী আল-কুরআনের বাইরে কোনো আরবি রচনা এমনকি একটি আরবি বাক্যও পাঠ করতে পারেন না, বলা বা লিখার তো প্রশ্নই উঠে না।

বাংলাদেশের মাদরাসা, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি ভাষা ও সাহিত্য এবং আরবি ভাষায় রচিত ইসলামি জ্ঞানবিজ্ঞানের ব্যাপক চর্চা সত্ত্বেও এদেশে আরবি ধ্বনিচর্চার উপর্যুক্ত শূন্যতা রীতিমতো পীড়াদায়ক। এ শূন্যতা পূরণের উদ্দেশ্যেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকালে এ লেখক রচিত ধ্বনিবিজ্ঞান ও আরবি ধ্বনিতত্ত্বসংক্রান্ত প্রবন্ধগুলো বর্তমানে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলো। রিভিউকৃত এ প্রবন্ধগুলো বিভিন্ন সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক গবেষণা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধগুলো মৌলিক গবেষণা, কঠোর পরিশ্রম এবং আল্লাহর অপার অনুগ্রহের ফসল। প্রবন্ধগুলোর সঙ্গে গ্রন্থটিতে ছাত্রছাত্রীদের জন্য শিক্ষণীয় ও প্রয়োজনীয় আরও কতিপয় বিষয় জুড়ে দেওয়া হলো। লেখকের বিশ্বাস, শিক্ষার্থীদের মতো শিক্ষকবৃন্দ এবং তরুণ গবেষকগণও গ্রন্থটি দ্বারা সমান উপকৃত হবেন। সবশেষে উল্লেখ্য, প্রবন্ধগুলোর শেষে প্রদত্ত তথ্যসূত্র বা গ্রন্থপঞ্জিও প্রন্থটিতে রেখে দেওয়া হয়েছে যেন ভবিষ্যৎ গবেষকগণ তাঁদের গবেষণায় সহজেই এগুলোর সহায়তা নিতে পারেন।